THE IMPRESSION, A Journal on Multi-Disciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue 2022 (ISSN: 2278-2699) pp. 150-156, *www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in*

মানবতাবাদের পরিধি

তুষাররঞ্জন ভৌমিক*

সারসংক্ষেপ: *আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রটিতে মানবতাবাদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ এবং তার সামাজিক উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মানব জাতি সম্পর্কে দীনদয়ালের চিন্তাভাবনা ও রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমতও জানা যাবে এই সন্দর্ভের মধ্য দিয়ে। এছাড়া স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতবর্ষের জনজীবনে কেন এত দুর্দশা? বর্তমানে আমরা নিজের দেশ নিজেরাই শাসন করি তবু প্রতি মুহূর্তে আমরা বিভিন্ন সামাজিক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়ে চলেছি। এই সামাজিক আস্থিরতা কেন? দীনদয়াল উপাধ্যায় এই প্রশ্ন গুলিকে উত্থাপন করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ব্যাক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁর সেই ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া একটি রাষ্ট্রে শাসকের ভূমিকা কি কি সেই বিষয়েও তিনি একাধিক আলোচনা করেছেন। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাষ্ট্র সম্পর্কিত এইসব ধারণাগুলির দিকেও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *আত্মমর্যাদাহীন, আধ্যাত্মিক, একাত্ম মানবতাবাদ, দর্শন, পূর্ণ, পাশ্চাত্য।*

* সহকারী অধ্যাপক, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ,
ইমেল: tusharranjanbhowmick@gmail.com

দর্শনে নৈতিকতার চর্চা প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। ক্রমাগত নৈতিকতার বিভিন্ন ধারণা ও বৈশিষ্ট্য নতুন জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। দর্শনে নৈতিকতার অন্তর্গত মানবতাবাদের চর্চা এর আগেও হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সমাজে একাধিক সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়ে চলেছে। এই সামাজিক অস্থিরতার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই নৈতিকতা সম্পর্কে মানুষকে নূতন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই নতুন করে ভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

আমার এই গবেষণা মূলক সন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হল দীনদয়াল উপাধ্যায়ের (জন্ম ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সাল ও মৃত্যু ১১ ফেবরুয়ারি ১৯৬৮)[১] একাত্ম মানবতাবাদের বর্তমান সামাজিক উপযোগিতা। এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় একাত্মমানবতাবাদে যে ধরণের কথা বলা হয়েছে তার বাস্তবায়ন যে একান্ত প্রয়োজন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ মানুষ এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নতি যদি করতে হয় তাহলে অবশই ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে স্বাধীনতা তার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে, বস্তুত তার অনন্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মধ্যে দিয়েই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা প্রকাশ পায়। ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সমাজের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের মঙ্গলের জন্যই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কল্পনা করা হয়েছিল। এরা একে অপরের পরিপূরক। মানুষের প্রেরণার ধারা ও তার কার্যাবলীকে যদি ধার্মিকতার আধারে যাচাই করা হয় এবং অর্থ ও কামনার সিদ্ধিকে মোক্ষের সাধনায় উত্তীর্ণ করা যায় তবেই সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে। বলা যেতে পারে, সুস্থিত সমাজের প্রাণকেন্দ্র হল ধার্মিকতা।

আমরা আমাদের সমাজে যতই বস্তুগত দিক থেকে নৈতিকতাকে উন্নত করিনা কেন তাতে সামাজিক সমস্যা নির্মূল না হয়ে বরং বেড়েই চলবে। বস্তুগত উন্নতি মানুষের মধ্যে লোভ, ক্রোধ ও হিংসা বাড়িয়ে তোলে। তাই বস্তুগত উন্নতিকে কখনোই সভ্য জীবনে সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। দীনদয়াল উপাধ্যায় রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সেই রাষ্ট্র হবে ধর্মরাজ্য। তবে এই ধর্মরাজ্যের অর্থ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়। একাত্ম মানবতাবাদে মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের ক্ষেত্রটি যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির বিকাশের জন্য যে তিনটি বিষয় একান্ত প্রয়োজন আত্মিক, সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা, এগুলিকে কীভাবে বাস্তবে রূপায়ন করা সম্ভব সেই বিষয়গুলি তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের মত কৃষিভিত্তিক দেশে কি ধরনের অর্থব্যবস্থার প্রচলন করা দরকার সেই দিকগুলিও বিশদে আলোচনা করা হয়েছে একাত্ম মানবতাবাদে। প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক আচরণ ও তার মানসিকতা কিরকম হওয়া উচিৎ তার বিস্তারিত বিবরণ পন্ডিতজী তাঁর একাত্ম মানবতাবাদে দিয়েছেন। আমাদের দেশের সমস্যাগুলিকে তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেছে এবং সমস্যা গুলির সমাধানের জন্য সম্যকপথের নির্দেশ করেছেন। আমরা আমাদের নিজেদের জাতির প্রতি উদাসীন। আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কোন লক্ষ্য নেই। এই সকল সমস্যাগুলিকে তিনি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তার স্থায়ী সমাধানের পথ বলেছেন। তার এই নব নির্দেশিত তত্ত্বকে বলা হয় একাত্ম মানবতাবাদ বা Integral Humanism.

এখন প্রশ্ন হল মানবতাবাদের জন্ম কিভাবে কোন প্রেক্ষিতে হয়েছিল? খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে থেলিস এবং ক্রেনোথানিক প্রথম পুরাণ ও প্রথার সাহায্য ছাড়া কেবল যুক্তি দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেন। এই কারণে তাদেরকে প্রথম গ্রীক মানবতাবাদী বলা যায়। Oxford English dictionary অনুযায়ী ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরেজ ধর্মযাজক প্রথম মানবতাবাদ শব্দটিকে সেই সব ব্যক্তিদের নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করেন যাঁরা যীশুর

মানবিকতায় বিশ্বাস করতেন তাঁর অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতেন না। অলৌকিকতাবিরোধী মানবকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা ভারতীয় সমাজেও দেখা যায়। প্রায় দুই সহস্র খ্রীষ্টপূর্ব বছর আগে গৌতম বুদ্ধ পালি সাহিত্যের অলৌকিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। ভারতেও এই মুক্তিবাদ ও মুক্ত চিন্তার আন্দোলন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে হয়ে এসেছে। আধুনিক কালে এই সব আন্দোলনের স্বপক্ষে যাঁরা কলম ধরছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, নব্য মানবতাবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অখন্ড মানবতাবাদী দীনদয়াল উপাধ্যায়।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মানবতাবাদ

লেনিন বলেছিলেন কোন বিষয় জানতে গেলে সেই বিষয়ের চারিদিকে লক্ষ্য রেখে পর্যালোচনা করতে হবে, দেখতে হবে এর সমস্ত রকম যোগসূত্র ও মধ্যবর্তী অবস্থা। আমরা পুরোপুরি ভাবে কখনোই এই পর্যালোচনা করে উঠতে পারি না, কিন্তু এই বিষয়ে সচেতন থাকলে কোন সিদ্ধান্তের অনমনীয়তা ও ভ্রান্তির ক্ষেত্রে তা প্রহরীর মতো কাজ করে। এই উক্তি থেকে যেটা প্রমাণিত হয় তা হল কোন ঘটনার প্রাণবস্তু হল বাস্তব অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সেই বিষয়টিকে ভালো করে বিশ্লেষণ করা উচিৎ। এই ধরণের পদ্ধতি বর্তমান বিজ্ঞানেও অনুসরণ করা হয়। ঠিক এইরকম কথাই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর একাত্ম মানবতাবাদে বলেছেন। এখানেই এম.এন. রায়-এর সঙ্গে পণ্ডিতজীর পার্থক্য। দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন যে, আমরা বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি তো পেয়ে গেছি কিন্তু আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে সফল নয়। কেননা আত্মদর্শন ছাড়া কোন জাতির স্বাধীনতা সার্থক হতে পারে না। যার ফলে ঐ জাতির মধ্যে কর্মচেতনা তথা কর্মোদ্যোগের জাগরণ সম্ভব নয়। দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন যে, ভারত বহু সংস্কৃতির দেশ। আর এখানেই ভারতের দুর্দশা, সর্বনাশ ও অনৈক্যের বীজ লুকিয়ে আছে। অন্যদিকে দুর্বল চিত্ত আত্মমর্যাদাহীন গৌরব বোধশূন্য নেতৃবৃন্দ বিদেশী ও বিজাতীয় চিন্তাধারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে দেশবাসী রাষ্ট্রদেহের আত্মদর্শন যথাযথভাবে করতে পারছে না। দীনদয়াল উপাধ্যায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমরা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। যে জাতি তার কৃষ্টি সভ্যতার উপর বিস্মৃত হয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলে আত্মশক্তিতে তার মতো হতভাগ্য জাতি আর হয় না। আমরা ক্রমাগত সেদিকেই এগিয়ে চলেছি। এই কারণে দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় সভ্যতার সমস্যা বলতে গিয়ে একটি দিক বারবারই উল্লেখ করেছেন, সেটি হল আত্মার উদাসীনতা। এই বিষয়ে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের উক্তি হল—"It is essential that we think about 'Our National Identity' without which there is no meaning of 'Independence"[১]।

দীনদয়াল উপাধ্যায় তার একাত্ম মানবতাবাদে যে মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, সেটি হল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব জীবনকে এক পূর্ণসত্তারূপে মনে করা। পাশ্চাত্যের বিভ্রান্তির প্রধান কারণ হল, জীবনকে পূর্ণভাবে না দেখে আংশিকভাবে দেখে বিচার করা এবং পরবর্তী সময়ে জোড়াতালি দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণ মানবের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা। পাশ্চাত্যে কেবল জগতের বস্তুগত দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং জগতের আত্মিক দিকটিকে উপেক্ষা করে যাওয়া হয়েছে। ফলে পাশ্চাত্যের কোন তত্ত্বই কখনও পূর্ণতা লাভ করে নি। আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও দেখি যে জীব জগতে বিভিন্নতা আছে। কিন্তু আমরা সর্বদা তার পিছনে যে সামঞ্জস্য বা ঐক্যবোধ বিরাজ করছে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। এই প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কারণ বর্তমানে আমরা দেখি যে, বিজ্ঞান সর্বদা বিশ্বের যে বিশৃঙ্খলা আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, তার পেছনে যে ঐক্য বিরাজ করছে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা

করে চলেছে। বিষয়টি একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো যাক। এক বীজ থেকে মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়। এদের প্রত্যেকটির রূপ কার্যক্ষমতা ও ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। এমনকি এদের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও আছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, যেটা আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না। এছাড়া এদেশের অদ্বৈত দার্শনিকরা বলে থাকেন যে সত্তাগতভাবে সব কিছুই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ। তাই তিনি বলেছেন— "Western Science and the Western Ways of life are two different things. Whereas Western Science is Universal and must be absorbed by us if we wish to go forward, the same is not true about the Western Ways of life and values"[২]।

দীনদয়াল উপাধ্যায় আরো বলেন যে মানুষ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা –এই চারটি বস্তু দিয়েই তৈরী। এগুলি একাত্মীভূত। আমরা এর কোন একটিকে আলাদা করে চিন্তা করতে পারি না। পশ্চিমে যে সমস্যা তৈরী হয়েছে তার মূল কারণ হল, পশ্চিমে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই বিষয়কে পৃথক ভাবে চিন্তা করেছেন। এবং প্রতেকটির ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন যে আমাদের দেশের সমস্যা গুলির কথা কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রেখে যদি একটু পশ্চিমের উন্নত দেশ গুলির দিকে তাকাই। তাহলে দেখতে পাব যে সেই সমস্ত দেশে মানুষ সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও জীবনে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করেও যেন একটা অসন্তোষের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। এখানে প্রশ্ন উঠে যে পাশ্চাত্যের এই অসন্তোষের কারণ কি? এর উত্তরে দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন পাশ্চাত্যের যে অসন্তোষ তার মূলে আছে মানুষের আত্মিক দিকটিকে উপেক্ষা করা। প্রতিটি মানুষকে যদি আত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই তিনটি দিক থেকে পরিপূর্ণ করা যায়, তবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর একাত্ম মানবতাবাদে বলেন যে, ভারতবর্ষ আজীবন কাল মানুষকে পূর্ণ সত্তা রূপে চিন্তা করে এসছে। এই কারণে আমরা দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পেরেছি যে, মানুষের প্রগতির অর্থ তার শরীর, মন, বুদ্ধি, ও আত্মার পরিতৃপ্তি। প্রায়শই আমরা দেখতে পাই যে, এই স্থলগুলিতে আপত্তি করে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি কেবল আধ্যাত্মিক, কেবল আত্মচিন্তাকেই গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আত্মা ভিন্ন অন্য বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এবিষয়টিকে দীনদয়াল উপাধ্যায় অতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছেন। এবিষয়ে তার মত হল- আমরা শরীর, মন বুদ্ধির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিনা, একথা সত্য নয়। এবিষয়ে তার যুক্তি হল যে আধ্যাত্মিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলেও জীবনের বস্তুগত দিকটিকে অস্বীকার করা হয় নি। কারণ, ভারতীয় শাস্ত্রে যে পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারতীয় শাস্ত্রে মানুষের জীবন যথাযথভাবে নির্বাহের জন্য চতুর্বর্গ পুরুষার্থের কথা বলা হয়। যথা –ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এখন দেখা যাক পুরুষার্থ শব্দের অর্থ কি? পুরুষার্থ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ পাওয়া যায়- পুরুষ ও অর্থ। পুরুষ বলতে এখানে মানুষকে বোঝানো হয়েছে এবং অর্থ বলতে বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের যা কাম্য বা পার্থিব তাই পুরুষার্থ। মানুষের যা অভীষ্ট, যা লক্ষ্য সে যা চায়, যার জন্য মানুষ সচেষ্ট এবং যা লাভে মানুষের পরমার্থ লাভ হয় তাই পরম পুরুষার্থ। এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থ গুলি উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে দেখতে পেলাম যে ভারতীয় শাস্ত্রে কেবল আধ্যাত্মিকতার কথাই বলা হয় নি। উপরন্ত আধাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে মানুষের বাহ্যিক ও সামাজিক আচরণগুলি কিরকম হবে সেটাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় শাস্ত্রে কখনই দেহ, মন ও আত্মাকে আলাদা করে চিন্তা করা হয় নি। মানুষকে দেখা হয়েছে তার পূর্ণসত্তা রূপে। আমরা জানি যে, কেবল দৈহিক আরামপ্রিয়তা মানুষের যে যথার্থ স্বরূপ সেই স্বরূপকে উপলব্ধি করাতে সমর্থ নয়। আবার শরীর সুস্থ না থাকলে আত্মিক চিন্তাও সম্ভব নয়।

ফলে যে পরম পুরুষার্থ মোক্ষের কথা বলা হয়েছে সেই মোক্ষ লাভ করতে গেলে অবশ্যই বাহ্যিক আচার আচরণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ভারতীয় শাস্ত্রে একথা একাধিক বার বলা হয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রে আর যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেটি হল অহিংসা। এসবই বলা হয়েছে মানুষের বাহ্যিক আচরণকে সংযত করতে ও তাকে যথাযথ পথে চালিত করার জন্য। ভারতীয় শাস্ত্র জীবনের জন্য কোনটা শ্রেয়ঃ আর কোনটি প্রেয়ঃ তার বিভাগ করে আলোচনা করেছে। শ্রেয়ঃ বলতে বোঝানো হয়েছে যা নিঃশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখের থেকে মুক্তি। প্রেয়ঃ বলতে মানুষের কাছে যা প্রিয়তর অর্থাৎ বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয় সুখভোগের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, আমরা দেখতে পেলাম যে, ভারতীয় শাস্ত্রে বস্তুজগৎকে উপেক্ষা করা হয় নি। বরং খুব যত্ন সহকারে তার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জীবনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ বস্তুসুখকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় যে, বস্তুজগৎ ও আত্মিক জগতের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকলেও এরা কেউ বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। এ কথা প্রমানের উদ্দেশেই তিনি বলেন যে ধর্মের ইংরেজি শব্দ কখন রিলিজিয়ান হতে পারেনা। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি হল— "Religion means a creed or a sect and it does not mean Dharm"[৩]।

দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন যে, ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং এই বৈচিত্র্যর কারণে ভারতে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিবাদও দেখা দেয়। কিন্তু এই বৈচিত্র্যকে বাচিয়ে রেখে যদি পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় তবেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে। দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন যে আমাদের আশে পাশে বসবাসকারী মানুষ ও প্রকিতিগত মৌলিক নীতি গুলিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। প্রকৃতিগত মৌলিক নীতিগুলিকে আরো সজীব রাখার জন্য যে বিভিন্ন প্রকার প্রাণের সহযোগিতা দরকার, তার সম্যক ব্যবস্থা করা মানব সমাজের একটি অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিৎ। প্রকৃতিকে সামাজিক উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করার নামই সংস্কৃতি। কিন্তু যখনই এই প্রকৃতিগত নিয়মকে অবহেলা করা হয় তখনই সামাজিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিকে অবহেলা বা অস্বীকার করে নয়, বরং প্রকৃতির যে সকল উপাদান এই বিশ্বের সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম তার বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মানুষের জীবন গঠনের প্রয়াস করতে হবে। দীনদয়াল উপাধ্যায় যে বিষয়টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি হল, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় নীতিগুলি আমরা আর অনুসরণ করিনা। আমরা আধুনিকতাকে স্বীকার করতে গিয়ে আমাদের যে প্রকৃত সত্বা তারই গলা টিপে ধরেছি। এখানেই তিনি আমাদেরকে সতর্ক হতে বলেছেন। আমরা অবশ্যই আধুনিকতাকে মেনে নেব। কিন্তু সেই আধুনিকতাকেই মেনে নেব যে আধুনিকতা আগে থেকে অস্তিত্বশীল থাকা কোন হিতবাদী নীতিকে ধ্বংস করে দেবে না। তিনি আমাদের বর্তমান সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন, আমরা কেবলই ঘোড়া দৌড়ের মতো ছুটে চলেছি। ঘোড়াগুলি যেমন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ছোটে না, মানুষ তার ইচ্ছানুসারে ঘোড়াগুলিকে ছোটায় ঠিক একইরকম ভাবে আমরাও ছুটে চলেছি। কিন্তু সেই ছুটে চলায় আদৌ কোন স্বাধীনতা আছে কি নেই সেদিকে আমাদের কোন লক্ষ্য নেই। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হচ্ছে যে, আমরা প্রত্যেকে নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য কর্ম করে চলেছি। কিন্তু যে কাজটি আমরা আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্য করে চলেছি সেই একই কর্ম আর একটি বিশ্বজনীন ফল প্রদান করছে, সেটি হল অন্যের প্রতি উদাসীনতা। এই উদাসীনতা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। আবার এই তথাকথিত আধুনিকতা যে পথ হয়ে আসছে সেই পথে অন্যান্য যে সমস্ত মানব কল্যাণকর নীতি ছিল সেগুলিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। বর্তমানে আমাদের বুদ্ধিতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত এমনভাবে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে আমরা মনে করছি যে, এই তথাকথিত আধুনিকতার হাত ধরে না চললেই পিছিয়ে পড়ব। কিন্তু এই ভাবনা যথাযথ নয়। এই ভাবনাকে আমাদের মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তবেই মানুষের উত্তরণ হবে। এখন প্রশ্ন হল আমরা যে উন্নয়ন বর্তমানে দেখছি আদৌ কি তাকে আমরা উন্নয়ন বলতে

পারব? আসলে যে উন্নয়ন করার জন্য আজ সমগ্র বিশ্ব উঠে পড়ে লেগেছে, সেটাকে কি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বলা যাবে? না আপাত উন্নয়ন হচ্ছে ? সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

দীনদয়াল উপাধ্যায়-এর বক্তব্য থেকে যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল সার্বিক উন্নয়নের মাপকাঠি কি হবে? সমগ্র বিশ্বে এবং ধনাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেটা অনুসরণ করে আসা হয় সেটা হল Survival of the Fittest। এই নীতি কখনই সার্বিক উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না। আমাদের মনে রাখা উচিৎ উচ্চ মার্গের সভ্যতা গড়ে তুলতে হলে এই নীতি কখনোই অনুসরণীয় নয়। কারণ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। আর এই জঙ্গলের নীতি, যা পাশ্চাত্যের তথাকথিত সুসভ্য সমাজ আবিষ্কার করেছ, তা যত কম প্রযুক্ত হবে জীবনে ততই মানুষ মনুষ্যেতর প্রানী থেকে নিজেকে আলাদা করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও আমরা যদি প্রগতি বা উন্নতি চাই তবে আমাদের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

এই আলোচনা থেকে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে দেখা দেয় সেটি হল যথার্থ উন্নয়ন কাকে বলে? এর উত্তরে দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেন য, উন্নয়ন বিভিন্ন দিক দিয়ে হতে পারে। যেমন জীবন কে উপভোগ করার জন্য মানুষের যা চাহিদা তার উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধি। আবার মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নয়নও হতে পারে। কিন্তু উন্নয়ন বলতে দীনদয়াল উপাধ্যায় একটি সামগ্রিক উন্নয়নকেই বুঝিয়েছেন। সেক্ষেত্রে কেবল বস্তুগত যান্ত্রিক উন্নয়ন বা আত্মিক উন্নয়নের কথা তিনি বলেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যে আমাদের দেশের যে সম্পদ তার যথাযোগ্য ব্যবহার হোক। আমাদের দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের যে সমস্ত শীল্পসমূহ যেমন- বস্ত্র শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি যেন হারিয়ে না যায়। তিনি চেয়েছিলেন আমরা যেন আমাদের দেশের নিজস্ব সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখি অতি আধুনিকতার আলোকেও। আবার তিনি এমন কথাও বলেন নি যে কেবলই পুরাতন বস্তু সামগ্রীকে আগলে আমরা পড়ে থাকি। তিনি চেয়েছিলেন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা আমাদের উৎকর্ষতা, ঐতিহ্য ও দেশীয় ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। প্রয়োজন অনুসারে বৈদেশিক নীতি ও বৈদেশিক সামগ্রী আমাদের ব্যবহার উপযোগী করে তারপর সেটি ব্যবহার করব। এখন প্রশ্ন উঠে যে, কেন আমরা দীনদয়াল উপাধ্যায় এর মত গ্রহণ করব ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যা, আমরা এই উত্তর-আধুনিক যুগে বাস করেও নিজেদের সংশোধন করতে পারে নি। এখনও আমরা জঙ্গলের নিয়ম অনুসরণ করে চলি। আসলে প্রত্যেকের অজ্ঞাতেই আমরা আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এবং প্রতিটি মানুষ এক গভীর সামাজিক অস্থিরতায় ভুগছি। নিজেদেরকে অনেক সংকীর্ণ করে ফেলছি। আরো বড় যে বিষয়টি আমাদের মধ্যে ঘটে চলেছে আমরা প্রকৃতির একটা অংশ হয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছি। যার ফলশ্রুতি অত্যন্ত ভয়ংকর। এই সকল সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায়এর নির্দেশিত পথ অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য।

মূল্যায়ন

সর্বোপরি বলা যায় যে, ভারতের উন্নয়ন কোন বৈদেশিক মতাদর্শ দ্বারা করা সম্ভব না। বর্তমানে ভারতে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার দ্বারা কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার ভারতে যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় তার দ্বারাও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব না। এই কারণগুলি থাকার জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় তার একাত্ম মানবতাবাদে এক নূতন বিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলনের কথা বলেন।

তথ্যসূত্র:

১. Speech delivered on "Integral Humanism" in Bombay on April 22nd - 25th 1965 by Pt. Deendayal Upadhyaya.

২. Speech delivered on "Integral Humanism" in Bombay on April 22nd - 25th 1965 by Pt. Deendayal Upadhya.

৩. Speech delivered on "Integral Humanism" in Bombay on April 22nd - 25th 1965 by Pt. Deendayal Upadhyaya.

৪. Speech delivered on "Integral Humanism" in Bombay on April 22nd - 25th 1965 by Pt. Deendayal Upadhyaya in the form of four lectures:

৫. Bhttacharya, Gopinath: *Essay in Analytical Philosoph,* Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar 1989.

৬. ঘোষ, পরিমল, (সম্পাদক): *আমাদের আধুনিকতার কয়েকটি দিক,* সেতু প্রকাশনী, কলকাত, জানুয়ারি ২০১২।

৭. তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ (সম্পাদিত): *ন্যায় দর্শন প্রথম খণ্ড,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮১।

৮. নন্দী, আশিস, (সম্পাদনা, সজল বসু): *জাতীয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা,* কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১৪।

৯. দাসাধিকারী, স্বপন, (সম্পাদনা): *ভারতরাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র,* কলকাতা, এবং জলার্ক, কলকাতা, ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০০০।